গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া
এবং
বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
(২০১৮-২০১৯)

জুলাই ১ ,২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

উপক্রমণিকা

সেকশন ১ :কার্যাবলি

সেকশন ২ :কার্যক্রম ,কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা ,সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া

এবং

বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা

এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়ার কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র
(Overview of performance of DC office, Kushtia)

সাম্প্রতিক অর্জন,চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

* সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন প্রতিটি ক্ষেত্রে তার উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ, কার্যকর, গতিশীল ও জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষে কুষ্টিয়া জেলার ০৬ টি উপজেলায় এবং ৬৭ টি ইউনিয়নে ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আওতায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পোর্টালসহ ১১৫টি গ্রাম বাতায়ন তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ওয়েব পোর্টালের সংখ্যা ৭২টি। নাগরিক সেবাকে আরও সহজ ও গতিশীল করার লক্ষে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন DC Office, Kushtia, Bangladesh নামক ফেসবুক পেজটি তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নাগরিক আবেদন ও সমস্যার বিষয়ে তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়ার লক্ষে ৩০৪টিরও অধিক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি অফিসের ফেসবুক পেজের সাথে সংযুক্ত স্থাপন করা হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের এই কার্যক্রমকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে অন্য জেলা গুলোতে তা অনুসরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্নেন্স শাখা ২১ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখ নির্দেশনা জারী করেছে। জেলার ৬৭ টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ২০১৭ সালে অর্জিত আয় ২,৭৯,৬৩,৭৯৪ টাকা। যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ২,৪২,৭৫৩ জন। ২০১৬ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬৫৬৪৬৭২ টাকা এবং ৩৪২১২৮ জন। ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত ইউডিসি হতে ৪৬,৮৫,২৮৮/-টাকা আয় হয়েছে। সেবা গ্রহীতার সংখ্যা-৪৯৬০১ জন। জতীয় ই-সেবা কার্যক্রম (NESS) এ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ১৭ পর্যন্ত) ২৩৯৫০টি পত্র গ্রহণ, ২৪৩৩৬ টি পত্র নথিতে সম্পন্ন এবং ৮৩৪৮ টি পত্র জারী করা হয়েছে। ২০১৮ সালের মে/২০১৮ পর্যন্ত ১০৯৭৯টি পত্র গ্রহণ এবং ১১১২৪টি নথিতে নিষ্পত্তি এবং ৫৫৩৮টি পত্র জারী করা হয়েছে। নিয়মিত সাপ্তাহিক গণশুনানির পাশাপাশি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণশুনানির আয়োজন করে ১২৩টি অভিযোগ গ্রহণ পূর্বক ৮০টি অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাগরিকদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যা দেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জনগণকে সম্পৃক্ত করে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত জনবান্ধব সেবা প্রদানের লক্ষে জেলার সকল উপজেলায় "বিষয়ভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ" আয়োজনের পথিকৃৎ জেলা হিসেবে কুষ্টিয়া ইতোমধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে। একইসাথে নাগরিক সেবাকে আরও জনবান্ধব করতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৩০টি ইনোভেশন আইডিয়া সমাপ্ত হয়েছে এবং ১০৩ টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেবা প্রদানে প্রযুক্তি ব্যবহারের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপনের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এ জেলায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৮৬১ টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২৬৩৮ জনকে বিভিন্ন দন্ডে দন্ডিত করা হয় এবং ২০১৬-২০১৭ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৩২ টি ও ১৯৪৬ জন। একইসাথে নিয়মিত অভিযান ও তদারকির মাধ্যমে পাসপোর্ট অফিস, হাসপাতাল, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, বি আর টি এ এবং ভূমি অফিস সমূহের সেবা প্রদানের গতিশীলতা সর্বমহলে প্রশংসা পেয়েছে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে গত তিন বছরে অবৈধ দখলে থাকা ৪৫১.৬৮৭ একর সরকারি খাস জমি উদ্ধার করা হয়েছে। ২০১৭ সালের জুলাই হতে মে/১৮ পর্যন্ত ৯৬.৬২২১ একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। ২০১৭ সালে ২২.৮৫৮২ একর কৃষি খাসজমি ২৯২টি ভূমিহীন পরিবার এবং ২০১৮ সালে ৯.৭০৭১ একর কৃষি খাসজমি ১৮৩ টি ভূমিহীন হিসেবে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। সামগ্রিক কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ গত তিন বছরে জেলা প্রশাসন কুষ্টিয়া অর্জন করেছে বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য Digital Service Award- 2015, "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০"এর সর্বাধিক প্রয়োগকারী জেলার সম্মাননা গ্রহণ, Champion E-Governance ক্যাটাগরিতে খুলনা বিভাগের সেরা জেলা, প্রাথমিক শিক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০১৫ অর্জন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ

জেলা প্রশাসনের কাজের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির তুলনায় জনবল যথেষ্ট অপ্রতুল। আবার এই অপ্রতুল জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ প্রযুক্তি ব্যবহারে অদক্ষ। ফলে নাগরিক সেবা প্রদানে সহজিকরণ ও গতিশীলতা আনায়নে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার অনেকাংশেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদিরও সংকট রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সংকটকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অপ্রতুল বরাদ্দও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

১) ইউ,ডি,সির মাধ্যমে ই-নামজারী এবং শতভাগ খতিয়ানের পর্চা সরবরাহ।

২) ইউ,ডি,সির উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদেরকে ইনোভেশন আইডিয়া উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধকরণসহ একসেবা কার্যক্রমকে আরো কার্যকরা

৩) নিবিড় মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমে ক্লাসরুমের পাঠদান করা এবং পাঠদান অবস্থার চিত্র মোবাইলে আপলেড করে ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

৪) প্রত্যেকটি দপ্তরের ওয়েব পোর্টালে ১০০% নির্ভুলতায় আনয়ন এবং নিয়মিত সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী সংবলিত তথ্য হালনাগাদকরণ।

৫) সকল দপ্তর/বিভাগের সিটিজেন চার্টার স্ব স্ব দপ্তরের পোর্টালে প্রদর্শন এবং নির্ধারিত সময়ে কাংখিত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরন।

৬) উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, ইনোভেশন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থাকরণ, ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে ইনোভেশন সম্পর্কে মতবিনিময়, সফল ইনোভেশন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাকে পুরস্কৃতকরণ, সফলভাবে বাস্তবায়িত ইনোভেশন প্রকল্পগুলো জাতীয় পর্যায়ে রেপ্লিকেট করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়কে উদ্বুদ্ধকরণ।

৭। অটিজম সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অটজমদের ডাটা বেইজ প্রস্তুতপূর্বক বিভিন্ন কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা ।

৮। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজ নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত তদারকি করা।

৯। জেলা প্রশাসকগণের তিনবছর মেয়াদী অগ্রাধিকার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়নে নিরলস পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
১০। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আধা-সরকারি পত্রের সফল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এজন্য ধন্যবাদ পত্র পাওয়া যাচ্ছে।
১০। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।
১১। আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়তায় বিভিন্ন পাবলিক/ নিয়োগ পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে গ্রহণ এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
১২। চোরাচালন প্রতিরোধে বিজিবি, র‍্যাব এর সহয়তায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।
১৩। মাদকদ্রব্য বিক্রেতা, মাদক বহনকারী এবং মাদক সেবনকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৪। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেমিনার ও আলোচনা সভার মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
১৫। এসডিজি বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগের অন্যতম একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের আওতায় জেলা/উপজেলাসমূহে নতুন সদস্যভূক্তি এবং সঞ্চয় আদায়ে সরকারী কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রধান অর্জনসমূহ :

- ইউ,ডি,সির মাধ্যমে জমির মালিককে জমির পর্চা প্রদান ।
- উপজেলা ভিত্তিক নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে নাগরিক শুনানি ও সেবা প্রদান।
- জেলা প্রশাসকের ফেসবুকের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ২০ জনের অভিযোগ নিষ্পত্তি
- বিভিন্ন সরকারি অফিসে দালাদের দৌরাত্ব কমিয়ে সেবা প্রদানে গতিশীলতা আনায়নে মোবাইল কোর্ট অভিযান বৃদ্ধি।
- সকল দপ্তরের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে প্রতি উপজেলায় ৫ জন এবং জেলা পর্যায়ে ৫ জন কর্মচারীকে বছরের শ্রেষ্ঠ সরকারি কর্মচারী হিসেবে জেলা প্রশাসক পদক প্রদান।
- ফেসবুক তথা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশে পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সোশ্যাল মিডিয়াসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম গ্রহণ।
- রাজস্ব প্রশাসনের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ই- নামজারী এবং অন দ্যা স্পট নামজারীর মাধ্যমে জনগণকে দ্রুত সেবা প্রদান।
- অবৈধ দখলীয় খাস জমি উদ্ধার এবং তা ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্ত প্রদান।
- ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি প্রবর্তন।
- সেবা প্রদানে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মচারীকে ই-নথির ব্যবস্থাপনা, E-Mobile Court, এবং ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ, সার্কিট হাউজ ব্যবস্থাপনা সহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- উন্নয়ন মেলা-২০১৮ এসএমই পণ্য মেলা, ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৮ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করণ।
- ভূমি মেলার আয়োজনের মাধ্যমে জনগণকে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ এবং বৈশ্যয়িক জ্ঞানদান।
- জাতীয়ভাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন
- বাংলাদেশ সরকার-ইউনিসেফ এর যৌথ কার্যক্রমের আওতায় কুষ্টিয়া জেলার বাল্যবিবাহ নিরোধে শিশুদের সংলাপ সংক্রান্ত সভার আয়োজন।
- জেলার ১৫টি বিভাগ/দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-নথির প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জেলার ৪২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালুকরণ।
- জেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৭-২০১৮ প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত।
- জেলা প্রশাসকগণের কর্মতৎপরতার মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণ
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য দাখিল।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর।
- সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় কুষ্টিয়া জেলার ২২৭৩ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।